আশ্রয়ণের অধিকার
শেখ হাসিনার উপহার

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

নির্দেশিকা

জুলাই ২০১০ - জুন ২০২২

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

www.ashrayanpmo.gov.bd

এক নজরে আশ্রয়ণ প্রকল্পের অর্জন (জুলাই ১৯৯৭-জুন ২০১৯)

ক্র.নং	কার্যক্রম	অর্জিত সংখ্যা
০১	প্রকল্প গ্রামের সংখ্যা	২,০৩১টি
০২	নির্মিত ব্যারাক সংখ্যা	১৯,৮৭৮টি
০৩	যার জমি আছে ঘর নেই তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ	১,৪৩,৭৭৭টি
০৪	তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের ঘর নির্মাণ	২১৪টি
০৫	নির্মিত টং ঘর	২০টি
০৬	কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি সংখ্যা	১,৪১,৪১৮টি পরিবার
০৭	প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৭৫,৬৫৬ জন
০৮	ঋণ প্রদান	১,৩৮,৭১৮টি পরিবার
০৯	বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান	১,১০১টি প্রকল্প গ্রাম

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ৩য় সংশোধিত ডিপিপি এর লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২)

ক্র.নং	কার্যক্রম	অর্জিত সংখ্যা
০১	নির্মিতব্য প্রকল্প গ্রামের সংখ্যা	৪১৮টি
০২	নির্মিতব্য ব্যারাক সংখ্যা	৬,৪৪৫টি
০৩	ব্যারাকে পুনর্বাসিতব্য পরিবার সংখ্যা	৩২,২২৫টি পরিবার
০৪	যার জমি আছে ঘর নেই তার নিজ জমিতে নির্মিতব্য গৃহ	২৭,০২৯টি পরিবার
০৫	তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য বিশেষ ডিজাইনের নির্মিতব্য ঘর	৩৬৬টি
০৬	কবুলিয়ত রেজিস্ট্রি সংখ্যা	৪৪,৪৯৫টি পরিবার
০৭	প্রশিক্ষণ প্রদান	৯৬,১৭০ জন
০৮	ঋণ প্রদান	৪৭,১৯৫টি পরিবার
০৯	বৃক্ষ রোপন	৬,২৪,৯৭৫টি বৃক্ষ
১০	বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান	৫৪৬টি প্রকল্প গ্রাম

খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প

(জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল মৌজায় বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প):

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার খুরশকুল মৌজায় ২৫৩.৩৫ একর জমিতে জলবায়ু উদ্বাস্তু ৪৪০৯টি পরিবার পুনর্বাসনের জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী সমগ্র প্রকল্প এলাকাকে ৪টি জোনে ভাগ করা হয়েছে।

জোন-১: আবাসিক এলাকা; ১১১.৫৯ একর: জমিতে জলবায়ু উদ্বাস্তু ৪৪০৯টি পরিবারের জন্য ৫ তলা বিশিষ্ট ১৩৯টি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২০টি ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে। অবশিষ্ট ১১৯টি ভবন আলাদা ডিপিপি'র মাধ্যমে সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ বাস্তবায়ন করবে।

জোন-২: বাফার জোন; ২.০০ একর

জোন-৩: পর্যটন এলাকা; ৯৫.০০ একর। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বিশেষায়িত পর্যটন জোন তৈরি করা হবে।

জোন-৪: আধুনিক শুটকী মহাল ও সেলস্ সেন্টার; ৪৫.০০ একর। মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় প্রকল্প এলাকায় আধুনিক শুটকী মহাল ও সেলস্ সেন্টার স্থাপন করবে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত

নির্দেশিকা

জুলাই ২০১০ - জুন ২০২২

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা
www.ashrayanpmo.gov.bd

প্রথম প্রকাশ : মে ২০১৪
দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৯

Tel : +88 02-9124100
Mob : +88 01711 564 666
Fax : +88 02-55029580
E-mail : ashrayanpmo@gmail.com
Web : www.ashrayanpmo.gov.bd
Facebook page : @Ashrayan2 Projectpmo

আশ্রয়ণের অধিকার
শেখ হাসিনার উপহার

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা
www.ashrayanpmo.gov.bd

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে গিয়ে সর্বপ্রথম ভূমিহীন-গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

"বাংলাদেশের একজন মানুষও
গৃহহীন থাকবে না।"

- শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রতিবছর এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অসংখ্য মানুষ নদী ভাঙ্গনসহ কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে হচ্ছে গৃহহারা। গৃহহীন এ সকল মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) চরপোড়াগাছা গ্রাম পরিদর্শনে যান এবং ভূমিহীন-গৃহহীন-অসহায় মানুষের পুনর্বাসনের নির্দেশ প্রদান করেন। জাতির পিতার নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শুরু হয় বাংলাদেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পুনর্বাসন কার্যক্রম।

রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারার সাথে আশ্রয়হীন অসহায় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্যই জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে আশ্রয়ণ প্রকল্পের সকল কার্যক্রম।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ ৯৮ হাজার গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের এ বিশাল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সুবিধার্থে নীতিমালা অত্যন্ত জরুরি। প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অনুমোদিত বিধি-বিধান ও নীতিমালা সম্বলিত পুস্তিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণ মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাবৃন্দের সহায়ক পুস্তিকা হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত এ মহৎ উদ্যোগটিকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমি আশা করি দেশের সহৃদয় ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গও নিরাশ্রয় দরিদ্র জনগণের পুনর্বাসনে এগিয়ে আসবেন। পরিশেষে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার চলমান সম্মিলিত প্রয়াস সফল করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

৩১ অক্টোবর ২০১৯

(মোঃ নজিবুর রহমান)

সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার। তিনি সংগ্রাম করেছেন, কারাবরণ করেছেন এবং জীবন বিপন্ন করে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছেন। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছেন। গণতন্ত্রের মানসকন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার বর্তমান গণতান্ত্রিক আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদার প্রতিটি উপকরণ পূরণের জন্য বদ্ধপরিকর। জনগণের অন্যতম মৌলিক চাহিদা বাসস্থানের সংকট সমাধানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭ সালে সর্বপ্রথম আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পটি দেশব্যাপী চলমান রয়েছে।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান সরকার দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় বিপুল জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের পাশাপাশি তাদেরকে জনশক্তিতে রূপান্তরের কাজটি নিপুণভাবে পরিচালনা করছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিবার বাছাই, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম, নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণসহ প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যমান অনুমোদিত নীতিমালার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আশা করি এ পুস্তিকাটি আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৩১ অক্টোবর ২০১৯

(সাজ্জাদুল হাসান)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

মুখবন্ধ

১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার ও সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। তৎপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ মে তারিখে ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং গৃহহীন-ছিন্নমূল-অসহায় পরিবার পুনর্বাসনের নির্দেশনা প্রদান করেন। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত ও নদী ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে "আশ্রয়ণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১৯৯৭-২০১০ পর্যন্ত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৯০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,০৫,৯১৩ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার নয়শত তের) টি ভূমিহীন-গৃহহীন-অসহায় পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহকে প্রশিক্ষিত করা হয় এবং জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় এসব ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

বর্তমানে ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টি ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০২২) নামে একটি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পে উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য পাকা ব্যারাক, অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সেমি পাকা ব্যারাক, চরাঞ্চলের জন্য সিআইসিট ব্যারাক এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের জন্য তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৯) মাধ্যমে ১,৯২,৩৩৬টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে যার মধ্যে ব্যারাকের মাধ্যমে ৪৮,৩২৫টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে, বিশেষ ডিজাইনের ঘর তৈরি করে ২৩৪টি পরিবারকে এবং নিজ জমিতে (যার ১-১০ শতাংশ জমি

আছে কিন্তু ঘর করার সামর্থ্য নেই) গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে ১,৪৩,৭৭৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৪৪০৯টি জলবায়ু উদ্বাস্তু পরিবার পুনর্বাসনের জন্য কক্সবাজার জেলার খুরুশকুল মৌজায় ১৩৯টি পাঁচতলা বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ জলবায়ু উদ্বাস্তু প্রকল্প। এছাড়াও চাহিদা সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন জেলায় আরও ৫০টি বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত বাংলাদেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষের জন্য জমি, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রম, বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণের সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন করা। এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসিত পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, দুর্দশাগ্রস্ত ও ছিন্নমূল পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানাস্বত্বের কবুলিয়ত সম্পাদন, রেজিস্ট্রি ও নামজারী করে দেয়া হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবরস্থান, পুকুর ও গবাদিপশু প্রতিপালনের জন্য জমির ব্যবস্থা করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে পুনর্বাসিত প্রত্যেক পরিবারকে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পগ্রামে বসবাসরত উপকারভোগীদের এবং প্রকল্পগ্রামের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হচ্ছে।

এ নির্দেশিকাতে রয়েছে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অনুমোদিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (Land Use Plan), ভূমিহীন পরিবার বাছাই নীতিমালা, উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা, পুনর্বাসিতদের ঋণ প্রদান নীতিমালা, নিজ জমিতে ঘর নির্মাণ নীতিমালা এবং আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটির গঠন। প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সহায়ক হবে মর্মে আশা করছি।

৩১ অক্টোবর ২০১৯

(মোঃ মাহবুব হোসেন)

সূচিপত্র

পটভূমি	১
লক্ষ্য	১
উদ্দেশ্য	২
লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয়	২
প্রকল্প বাস্তবায়নের ধাপসমূহ	২
উপকারভোগী পরিবার বাছাই	৩
প্রকল্পের ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা	৪
প্রকল্পের জন্য ভূমিহীন পরিবার বাছাই নীতিমালা	৭
ভূমিহীন পরিবার বাছাই প্রক্রিয়া	৭
ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা	৮
নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ নীতিমালা	৯
বহুতল ভবন নির্মাণ নীতিমালা	১২
প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা	১২
প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যাবলী	১২
কৌশল/কার্যক্রম	১৩
বেইসলাইন সার্ভে	১৪
দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়	১৪
প্রশিক্ষণ বাজেট	১৫
প্রশিক্ষণ ভাতা	১৬
গ্রুপভিত্তিক/একক/প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ	১৬
প্রশিক্ষণ স্থান	১৬
প্রশিক্ষক	১৬
প্রশিক্ষণ ব্যয়ের হিসাব	১৭
প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন	১৭
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	১৭
বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	১৭
প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের ঋণ প্রদান নীতিমালা	১৮
ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা	১৮
ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ	১৮
ঋণের আবেদন ও ঋণ মঞ্জুর	১৯
ঋণের জামানত	১৯

ঋণের ব্যবহার ২০
ঋণের পরিমাণ ২০
ঋণ পরিশোধ ও সমিতির মূলধন সৃষ্টি ২০
ব্যাংক হিসাব ২১
ঋণের টাকা অবমুক্তকরণ ২১
বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের মাধ্যমে ঋণ প্রদান ২১
বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ঋণ প্রদান ২২
প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ ২৩
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ ২৩
সেন্ট্রাল স্টিয়ারিং কমিটি ২৩
বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি ২৪
কারিগরি কমিটি ২৪
জেলা টাস্কফোর্স ২৪
উপজেলা টাস্কফোর্স ২৪
ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি ২৫
পুনর্বাসিত পরিবার জরিপ ছক (একীভূত তথ্যাবলী) ৩১
পুনর্বাসিত পরিবার জরিপ ছক (পরিবারভিত্তিক তথ্যাবলী) ৩৩
প্রশিক্ষণ বাজেট ছক (পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ) ৩৬
প্রকল্প প্রস্তাবনা ছক ৩৭
যার জমি আছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ এর প্রস্তাবনা ছক ৩৯
প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণের আবেদনপত্র ৪০
প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ চুক্তিপত্র ৪২
প্রকল্পের ঋণ প্রদান ও পরিশোধ সিডিউল ৪৩

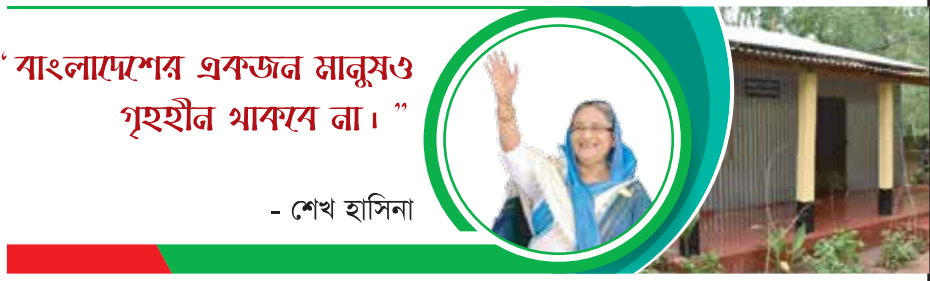

পটভূমি

১৯৯৭ সালে দেশের দক্ষিণ পূর্ব জেলা কক্সবাজারসহ উপকূলীয় পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐ এলাকা সফরে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অসহায়ত্ব দেখে ব্যথিত হন। তাদেরকে নিজ পায়ে দাঁড় করানোর চিন্তা থেকে এ প্রকল্পের ধারণা উদিত হয়। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত ও নদী ভাঙ্গন কবলিত ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবার পুর্নবাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে "আশ্রয়ণ" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৯০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,০৫,৯১৩টি পরিবার পুর্নবাসন করা হয়। প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহকে প্রশিক্ষিত করা হয় এবং জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় এসব ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তা চেতনা এবং সৃজনশীলতা দ্বারা উদ্ভাবিত বিশেষ ১০টি উদ্যোগসমূহের* মধ্যে অন্যতম উদ্যোগ হলো আশ্রয়ণ প্রকল্প।

বর্তমানে ২.৫০ লক্ষ ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০২২) নামে প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে। এ প্রকল্পে উপকূলীয়/ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকার জন্য পাকা ব্যারাক, চরাঞ্চল ও নদীভাঙ্গন প্রবণ এলাকার জন্য সিআইসিট ব্যারাক, অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সেমি পাকা ব্যারাক এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। খাস জমির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে গ্রামাঞ্চলে যাদের ০১-১০ শতাংশ জমি আছে কিন্তু বসবাসের উপযোগী ঘর নির্মাণের সামর্থ্য নেই, তাদের নিজ জমিতে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।

লক্ষ্য

আশ্রয়ণ প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত বাংলাদেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় মানুষের জন্য জমি, বাসস্থান, ভিজিএফ (তিন মাস মেয়াদী), প্রশিক্ষণ, ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রম, বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণের সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন করা। এই প্রকল্পের অধীনে পুনর্বাসিত পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সচেতনতা সৃষ্টি করে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের প্রত্যেক পরিবারকে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়।

উদ্দেশ্য

- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন।
- ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা।
- আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয়

- ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করার উপযোগী খাসজমি, রিজিউমকৃত জমি, দানকৃত জমি এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ক্রয়কৃত জমি চিহ্নিত করে আশ্রয়ণ প্রকল্পের স্থান নির্বাচন।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসন করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে সরকার অনুমোদিত নীতিমালা মোতাবেক ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় পরিবার বাছাই।
- প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলন ও নক্সা অনুসারে আশ্রয়ণ প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত স্থানের ভিটি প্রস্তুত ও গৃহ নির্মাণ করে বাছাইকৃত পরিবারসমূহ পুনর্বাসন। পুনর্বাসিত ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ভূমির মালিকানা স্বত্বের দলিল/কবুলিয়ত প্রদান, রেজিস্ট্রি ও নামজারী সম্পন্নকরণ।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পগ্রামে পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার প্রতি ৩ (তিন) মাস মেয়াদী ভিজিএফ সুবিধা প্রদান।
- পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, কবরস্থান, পুকুর ও গবাদি পশু প্রতিপালনের জন্য জমির ব্যবস্থাকরণ।
- পুনর্বাসিত সদস্যদের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পগ্রামে পুনর্বাসিত সদস্যদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন, সমিতি নিবন্ধন এবং তাদেরকে সম্মানজনকভাবে নিজেদের সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রয়াস চালাতে উদ্বুদ্ধকরণ।
- প্রকল্পগ্রামের ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের নিকটবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে/কমিউনিটি সেন্টারে স্থাপিত কমিউনিটি বিদ্যালয়ে ভর্তি ও সেখানে লেখাপড়া করা এবং বয়স্কদের স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নিষ্কণ্টক খাস/দানকৃত/রিজিউমকৃত জমি নির্বাচন;
- নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ;
- উপজেলা আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদন;
- উপজেলা আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প স্বাক্ষরপূর্বক জেলা আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স এর নিকট প্রেরণ;
- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক যৌথ সার্ভে পরিচালনা;

- জেলা আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক অনুমোদন;
- সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাব আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ;
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাব পরীক্ষাকরণ;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদন;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের মাটির কাজ সম্পাদন;
- প্রস্তুতকৃত প্রকল্পস্থানে সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ব্যারাক নির্মাণ;
- নির্মিত ব্যারাক উপজেলা প্রশাসনের নিকট হস্তান্তর;
- ব্যারাক হাউজে পরিবার পুনর্বাসন;
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রকল্প অফিস, জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন।

উপকারভোগী পরিবার বাছাই

- প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই উপকারভোগী পরিবার বাছাই করতে হবে।
- সকলের সম্মুখে খোলা মাঠে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে পরিবার বাছাই করতে হবে।
- বাছাই প্রক্রিয়ায় তাদের বর্তমান আবাসস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করতে হবে।
- ব্যারাক হাউজে বাস করতে আগ্রহী কিনা তা জানার জন্য উপকারভোগীদের বিদ্যমান ব্যারাক হাউজ দেখাতে হবে এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থানে উপকারভোগীরা বাস করতে আগ্রহী কিনা সে মর্মে তাদের লিখিত মতামত গ্রহণ করতে হবে।

*** শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ:**

উদ্যোগ-১	: আমার বাড়ি আমার খামার (একটি বাড়ি একটি খামার)	– শেখ হাসিনার উপহার, আমার বাড়ি আমার খামার, বদলাবে দিন তোমার আমার।
উদ্যোগ-২	: আশ্রয়ণ প্রকল্প	– আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার।
উদ্যোগ-৩	: ডিজিটাল বাংলাদেশ	– শেখ হাসিনার উপহার, ডিজিটাল সরকার।
উদ্যোগ-৪	: শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	– শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ।
উদ্যোগ-৫	: নারীর ক্ষমতায়ন	– শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতি, নারী জাগরণে অগ্রগতি।
উদ্যোগ-৬	: ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ	– শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ।
উদ্যোগ-৭	: কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য	– শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ।
উদ্যোগ-৮	: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	– শেখ হাসিনার বারতা, গড়ো সামাজিক নিরাপত্তা।
উদ্যোগ-৯	: বিনিয়োগ বিকাশ	– শেখ হাসিনার নির্দেশ, বিনিয়োগবান্ধব বাংলাদেশ।
উদ্যোগ-১০	: পরিবেশ সুরক্ষা	– শেখ হাসিনার নির্দেশ, জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা (Land Use Plan)

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতাধীন ভূমি ব্যবহারের নীতিমালা:

১. পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় উপকারভোগী/নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। উপকারভোগীগণের মধ্যে দায়িত্ব ও মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের চাহিদা বিবেচনায় আনতে হবে/তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

২. প্রতি পরিবারের জন্য ৩-৮ শতাংশ জমি ধরে কম বেশি ০.২৫ একর নিষ্কন্টক খাস জমি/রিজিউমকৃত জমি/দানকৃত জমি হলে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে।

৩. মৌজা-ম্যাপ এর ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প স্থান ও এর সংলগ্ন এলাকার সীমানা নিরূপণ করতে হবে।

৪. প্রকল্প স্থানের বিদ্যমান অবকাঠামো (যদি থাকে) এবং জমির বর্তমান অবস্থা জরিপ করে ম্যাপে দেখাতে হবে। এর জন্য একটি পছন্দমত স্কেল ধরে ম্যাপ অঙ্কন করতে হবে।

৫. প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে।

৬. প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে:

(ক) পরিবেশের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে এমন কোন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা যাবে না।

(খ) পুকুর বা জলাশয় ভরাটের কোন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা যাবে না।

(গ) উর্বর কৃষি জমি ভরাট প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব নিরুৎসাহিত করতে হবে।

(ঘ) নদী ভাঙ্গন প্রবণ এলাকার জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণের সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে প্রকল্পটি ভাঙ্গন কবলিত না হয়।

৭. উন্নয়ন পরিকল্পনার মানচিত্রে একইসাথে বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত সকল অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৮. ভিটিতে মাটি ভরাট সর্বোচ্চ ১০ ফুট এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে।

৯. ভিটি সর্বোচ্চ বন্যা সীমা হতে কমপক্ষে ২ ফুট উঁচু হবে।

১০. উপকূলীয় অঞ্চলে ৫টি পরিবারের জন্য প্রায় ৪৮'X৩০' পাকা ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চল বাদে অন্যান্য অঞ্চলে ৫টি পরিবারের জন্য ৫০'X ৩০' সেমি পাকা ব্যারাক এবং চরাঞ্চলে ৫টি পরিবারের জন্য ৪৫'X২৯' ফুট CI Sheet ব্যারাক নির্মাণ করা হবে। যদি কোন প্রকল্প স্থান পাকা ব্যারাক নির্মাণ উপযোগী না হয় অর্থাৎ অত্যধিক গভীরতায় ভরাটের কারণে যদি যথাযথ

কম্প্যাকশন না হয় এবং প্রকল্প স্থান বেড়ী বাঁধের বাইরে হয়, এসব কারণে পাকা ব্যারাক নির্মাণ যদি Structurally Safe না হয় সে স্থানে বিশেষ ডিজাইনের অবকাঠামো বা CI Sheet ব্যারাক নির্মাণ করা যাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে। প্রকল্পস্থান বেড়ী বাঁধের বাহিরে হলেও পাকা ব্যারাক নির্মাণ Structurally Safe হলে সে স্থানে পাকা ব্যারাক নির্মাণ করা যাবে। উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য ভিটি উঁচু করে পাকা ব্যারাক নির্মাণ করা যাবে। ব্যারাকের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা রাখতে হবে এবং দু'টি ব্যারাক হাউজের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমপক্ষে ৫ হতে ১০ ফুট রাখা যেতে পারে।

১১. পার্বত্য চট্টগ্রামে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে মিল রেখে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণ করা হয়।

১২. ল্যাট্রিন

পাকা ব্যারাক হাউজের পিছনে/পার্শ্বে প্রতি ৫ পরিবারের জন্য প্রায় ১১'X৫' একটি ব্লক ল্যাট্রিন কাম বাথ (২টি ল্যাট্রিন, ১টি বাথ), সেমি পাকা ব্যারাকে পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য ১১'X৫' একটি ব্লক ল্যাট্রিন কাম বাথ (২টি ল্যাট্রিন, ১টি বাথ) এবং সিআইসিট ব্যারাকে পুনর্বাসিত পরিবারের জন্য ১০'X৫' একটি ব্লক ল্যাট্রিন কাম বাথ (২টি ল্যাট্রিন, ১টি বাথ) নির্মাণ করা হয়। ল্যাট্রিনসমূহ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে নির্ধারিত ৫টি পরিবারের জন্য তা সুবিধাজনক হয়। তবে পুকুর পাড়ে ল্যাট্রিন স্থাপন করা যাবে না। ব্লক ল্যাট্রিনসমূহ ব্যারাক হাউজ থেকে কমবেশি ১০ ফুট দূরে নির্মাণ করা যেতে পারে।

১৩. টিউবওয়েল/বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থাকরণ

প্রতি ৫টি পরিবারের জন্য একটি করে অগভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে। আর্সেনিকমুক্ত লবণাক্ততাবিহীন নিরাপদ পানির জন্য প্রয়োজনে গভীর নলকূপ বা পুকুরের পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য Pond Sand Filter (PSF) বা পাত কুয়া বা বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের (Rain Water Harvesting) ব্যবস্থা করা যাবে। এক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীর সাহায্য নেয়া যাবে। স্থাপনাসমূহ ল্যাট্রিন হতে নিরাপদ দূরত্বে নির্মাণ করতে হবে।

১৪. কমিউনিটি সেন্টার, ঘাটলা, অভ্যন্তরীণ রাস্তা

- প্রতিটি প্রকল্পগ্রামে একটি করে কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ করা হয়। এর জন্য কম বেশি প্রায় ৪০ ফুট X ২৫ ফুট জায়গা রাখা যেতে পারে। কমিউনিটি সেন্টারটি এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যাতে সবার জন্য সুবিধাজনক হয়।
- আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পগ্রামে উপকারভোগীদের পুকুরের পানি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘাটলা নির্মাণ করা হয়।

- আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পগ্রামে অবকাঠামোর সম্মুখে উপকারভোগীদের চলাচলের জন্য অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ করা হয়। এর জন্য ৬-৮ ফুট চওড়া জায়গা রাখা যেতে পারে।

১৫. প্রতিটি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পগ্রামে প্রয়োজন অনুযায়ী মসজিদ এর জন্য কম বেশি ২০X ৩০ ফুট আয়তনের জায়গা রাখা যেতে পারে।

১৬. বড় প্রকল্প গ্রামসমূহে কবর স্থানের জন্য জায়গা রাখা যেতে পারে।

১৭. জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ও প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্পগ্রামে পুকুর খনন করা যেতে পারে। বিদ্যমান পুকুরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে পরিকল্পিতভাবে পুনঃখনন/সংস্কার করা যেতে পারে। পুকুরের পাড় সর্বোচ্চ ৮ ফুট চওড়া রাখা যেতে পারে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের বাড়ি ও ভিটি এবং রাস্তার মাটির প্রয়োজনীয়তার নিরিখে নতুন পুকুরের আকার/আয়তন নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১৮. ব্যয়বহুল এলাকার ক্ষেত্রে পুকুর, কবরস্থান ও বাড়ির আঙ্গিনার আয়তন কম বেশি করা যেতে পারে।

১৯. আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পগ্রামসমূহে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়। সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২০. প্রকল্পগ্রামের যে দিকে নদী নালা বা নীচু জমি আছে সেদিকে ঢালু রেখে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২১. আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পগ্রামসমূহে পরিকল্পিতভাবে গাছ লাগানো হয়। এর জন্য সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

২২. উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা টাস্কফোর্সের মাধ্যমে প্রকল্পগ্রামের Land Use Plan অনুসরণ করে প্রকল্পগ্রামের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে (প্রস্তাবনা ছক পরিশিষ্ট 'জ')।

২৩. জেলা প্রশাসককে তার সুপারিশসহ প্রকল্প প্রস্তাব আশ্রয়ণ প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

২৪. যথাযথভাবে Land Use Plan প্রণয়ন করে এর ভিত্তিতে এবং সরকারি নীতিমালা অনুসারে মাটির কাজের স্কীম প্রস্তুত করতে হবে।

২৫. সংশ্লিষ্ট সকলকে এই নীতিমালা/নির্দেশাবলী অনুসরণ করার জন্য বলা হল।

** প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক ১৭-০৮-২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে 'ভূমি ব্যবহার নীতিমালা' অনুমোদিত।*

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের জন্য ভূমিহীন পরিবার বাছাই নীতিমালা

(কৃষি ও অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আলোকে)

ভূমিহীন পরিবার বাছাই প্রক্রিয়া

(ক) উপজেলা কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটির সদস্য-সচিব, সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ভূমিহীনগণ আবেদন দাখিল করবেন।

(খ) সদস্য-সচিব প্রাপ্ত আবেদনগুলো ইউনিয়নভিত্তিক বাছাই করবেন।

(গ) প্রাপ্ত আবেদনসহ উপজেলা কমিটি প্রতিটি ইউনিয়নে বৈঠকে মিলিত হবেন। এ সময় কমিটির সামনে আবেদনকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করবেন।

(ঘ) প্রাথমিক বাছাইয়ের পর উপজেলা কমিটি প্রয়োজনে সরেজমিনে তদন্তক্রমে আবেদনকারীর আবেদনের সঠিকতা যাচাই করবেন এবং এভাবে চূড়ান্ত ও প্রকৃত ভূমিহীন পরিবার বাছাই করবেন।

(ঙ) আবেদনকারীকে সহজে বাছাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুবিধার্থে আবেদন পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার/চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত ২ কপি ছবি জমা দিতে হবে এবং আবেদনপত্রের সাথে তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(চ) আবেদনপত্রের সাথে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

(ছ) একই পরিবারের একাধিক সদস্যকে জমি দেয়া যাবে না।

(জ) স্বামী-স্ত্রী দুইজনের যৌথনামে জমি প্রদান করা হবে। তবে বিধবা বা বিপত্নীক এর ক্ষেত্রে একক নামে দেয়া হবে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমুল মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি। জমি ছাড়াও এ প্রকল্পের অধীনে যেহেতু প্রত্যেকের জন্য আলাদা ঘর, প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান এবং অন্যান্য কার্যক্রম জড়িত সেহেতু উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় নীতিমালার আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের অভাব, প্রয়োজন, খাস জমির সংকট ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে ভূমিহীন পরিবার বাছাই করতে হবে।

ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা

যে পরিবারের বসতবাড়ি ও কৃষি জমি কিছুই নেই, কিন্তু পরিবারটি কৃষি নির্ভর অথবা দিনমজুর (Day Labourer) তাকে ভূমিহীন পরিবার বুঝাবে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের গৃহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে ভূমিহীন পরিবারের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করতে হবে।

(ক) দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার।
(খ) নদী ভাঙ্গন কবলিত পরিবার (যার সব জমি ভেঙ্গে গেছে)।
(গ) কৃষি জমি ও বাস্তুভিটাহীন পরিবার।
(ঘ) অধিগ্রহণের ফলে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এমন পরিবার।
(ঙ) পরিবার প্রধানের বয়স সর্বোচ্চ ৫০ বছর হবে। তবে এক্ষেত্রে উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স নানা দিক বিবেচনা করে এর পরিবর্তন করতে পারবেন।
(চ) প্রয়োজনে কৃষি ও অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা শিথিলযোগ্য।

** কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক ২১-০৫-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে "ভূমিহীন পরিবার বাছাই নীতিমালা" অনুমোদিত।*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
তেজগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং-০৩.৭০৩.০১৪.০০.০০.১২৪৫.২০১৫- ১৬৬ তারিখঃ ২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৬ মে, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

পরিপত্র

বিষয় : আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত 'যার জমি আছে ঘর নেই' তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ নীতিমালা (সংশোধিত)।

পটভূমিঃ ১৯৯৭ সালের ১৯ মে কক্সবাজার উপকূলীয় অঞ্চল ঘুর্নিঝড়ে আক্রান্ত হয়। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘুর্নিঝড় আক্রান্ত, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারসমূহকে পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন। তাঁরই নির্দেশে ১৯৯৭ সালে ''আশ্রয়ণ'' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহকে প্রশিক্ষিত করা হয় এবং তাদের জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করা হয়। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) ও বর্তমান আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এপর্যন্ত এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। কিন্তু ইতোপূর্বে এসকল প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল মানুষদের সরকারের খাস জমিতে ব্যারাক হাউজে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যে সকল গৃহহীন মানুষের অতি সামান্য (সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ) জমি আছে কিন্তু ঘর নেই বা ঘর তৈরী করার সামর্থ্য নেই তাদের এ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের কোন সুযোগ ছিল না। এ অবস্থায় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি-তে পাইলট আকারে প্রতি ইউনিয়নে ০১ টি করে এরূপ পরিবারকে নিজ জমিতে ঘর করে দেয়ার বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়। এ পর্যন্ত ৪,০০০ পরিবারকে ঘর করে দেয়া হয়েছে। একাজটি ইতোমধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য বাসস্থান নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। ইতোপূর্বে সারা দেশে পাইলট আকারে মাত্র ৪০০০ (চার হাজার) পরিবার পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত থাকলেও বর্তমানে পুনর্বাসনযোগ্য পরিবারের সংখ্যা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭০,০০০ এ উন্নীত হয়েছে। প্রকল্পের সম্পদ দ্বারা কোন মাটির কাজ করা হবে না, প্রয়োজনীয় টিন, কাঠ, প্রি-কাস্ট পিলার, দরজা , জানালা ইত্যাদি সংগ্রহ করা যাবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ১,৭০,০০০ টি পরিবার পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বর্ণিত নীতিমালাটি নিম্নরূপভাবে সংশোধন করা হলো।

১। ১৭৫ বর্গফুট আয়তনের একটি সিআইসিট (সিআইসিটের বেড়া ও উপরে সিআইসিটের চাল বিশিষ্ট) ঘর নির্মিত হবে যাতে একটি আলাদা টয়লেট থাকবে। টয়লেটসহ ঘর নির্মাণের প্রাক্কলিত মূল্য সর্বোচ্চ ৭৫ হাজার টাকা।

২। **গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগীঃ**

গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও তাদের অনুকূলে গৃহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে;

(ক) গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিঃ- দুঃস্থ অসহায় মুক্তিযোদ্ধা, বিধবা মহিলা, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, শারীরিকভাবে পঙ্গু ও আয় উপার্জনে অক্ষম, অতি বার্ধক্য এবং পরিবারের আয় উপার্জনক্ষম সদস্য নেই এমন ব্যক্তি।

(খ) সুবিধাভোগীদের পুনর্বাসনঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করার উদ্যোগ নিতে হবে।

(গ) উপকারভোগীর ১-১০ শতাংশ জমির মালিকানা থাকতে হবে।

(ঘ) নীচু জমি অথবা ভূমি উন্নয়ন করতে হবে এমন জমির মালিককে বাছাই নিরুৎসাহিত করতে হবে। তবে অল্প নীচু জমি তার মালিক কর্তৃক উন্নয়ন করে দিতে সম্মত হলে প্রস্তাব বিবেচনা করা যাবে।

(ঙ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাঁর প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে মাইকিংসহ ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ঘরের জন্য দরখাস্ত আহবান করবেন। 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প টাস্কফোর্স' কমিটি প্রকাশ্য সভায় উপযুক্ত পরিবার বাছাইপূর্বক 'জেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প টাস্কফোর্স' কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।'জেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প টাস্কফোর্স' কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলো যাচাই-বাছাই করে চূড়ান্ত তালিকা সুপারিশসহ নির্দিষ্ট ছকে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। প্রকল্প পরিচালক প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলো মূখ্য সচিব এর অনুমোদনক্রমে ঘর নির্মাণের কার্যাদেশসহ প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে প্রেরণ করবেন।

৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে পিআইসি দ্বারা উপজেলা প্রশাসন সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে(ডিপিএম) ঘর নির্মাণ কাজ সম্পাদন করবে। পিআইসির রূপরেখা নিম্নরূপঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
সহকারী কমিশনার(ভূমি)	সদস্য
উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৪। নির্মাণ কাজের সাথে অবশ্যই শ্রমিক হিসেবে উপকারভোগী পরিবারকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।

৫। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি (ডিপিএম) এর ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ ৪৫ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৬। গৃহ নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে জিও এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার বারদ্দকৃত অর্থের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করবেন। খরচের বিল/ভাউচারের এক কপি সমন্বয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে এবং অপর একটি কপি নিরীক্ষা দলের নিরীক্ষার জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং কাজ সমাপনান্তে সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

৮। জেলা প্রশাসকগণ ব্যাপক পরিদর্শনের মাধ্যমে এসকল নির্মাণ কাজ তদারকি করবেন এবং প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহে প্রকল্প কার্যালয়ে মাসিক প্রতিবেদন পাঠাবেন।

৯। প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সংযুক্ত ছক ব্যবহার করতে হবে।

প্রস্তাবিত ছক

১	জমির উপকারভোগীর নাম	
২	পিতা/মাতা/স্বামী/স্ত্রীর নাম	
৩	উপকারভোগীর পেশা	
৪	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে)	
৫	উপকারভোগীর বয়স	
৬	মালিকানার পক্ষে দলিল	
৭	গ্রাম	
৮	ইউনিয়ন	
৯	থানা/উপজেলা	
১০	আবেদনকারীর মোট জমির পরিমাণ	
১১	প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য	মোট জমি---------- -- শতাংশ দাগ নং--- ------- মৌজা---------- জেএল নং---------- ইউনিয়ন---------- থানা/উপজেলা----------
১২	প্রস্তাবিত জমির চৌহদ্দি	পূর্বে---------- ---- পশ্চিমে---------- উত্তরে----------দক্ষিণে----------

(* জমির মালিকানার বিবরণ ও মোট জমির তথ্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক প্রত্যায়িত হতে হবে)

সহকারী কমিশনার(ভূমি) এর স্বাক্ষর ও মালিকানা সম্পর্কে প্রত্যয়ন-

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রস্তাব-

জেলা প্রশাসকের অনুমোদন –

০৮। "যার জমি আছে ঘর নেই" তাঁর নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য এ সংশোধিত পরিপত্র জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(মোঃ জহিরুল হক)
প্রকল্প পরিচালক(অতিরিক্ত সচিব)
টেলিফোনঃ ৯১২৪১০০

বিতরণঃ

০১। কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।
০২। জেলা প্রশাসক, ...জেলা (সকল)।
০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার
.....উপজেলা,..... জেলা (সকল)।
০৪। অফিস কপি।

সংশোধনী: *আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপিতে (জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২) নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ ব্যয় ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা করা হয়েছে।*

বহুতল ভবন নির্মাণ নীতিমালা

- বিভাগীয় সদর, রাজউক, বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন এলাকা, জেলা ও উপজেলা সদর এবং পৌরসভা এলাকার উপকূলীয়/ঘূর্ণিঝড় প্রবণ অঞ্চল এবং অন্যান্য এলাকার জন্য দুই ধরণের ডিজাইনের ৫০টি বহুতল (৪ তলা বিশিষ্ট) ভবন নির্মাণ করা হবে।
- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর মাধ্যমে বহুতল ভবন (৪ তলা বিশিষ্ট) নির্মাণ করা হবে।
- বহুতল ভবনের জন্য কমপক্ষে ৩০ শতাংশ জমি প্রয়োজন হবে।
- প্রস্তাবিত স্থানে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জন্য উন্মুক্ত স্থান এবং উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ ও সভা করার জন্য একটি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণের সুযোগ থাকা আবশ্যক।
- পরিশিষ্ট 'জ' তে প্রকল্প প্রস্তাবনা ছক এ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প। এ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারবর্গ সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে দলভুক্ত হবে এবং সমবায় বিভাগে নিবন্ধিত হবে। সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সচেতন ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ১০ (দশ) দিনের প্রশিক্ষণে আছে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ। পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের উপকারভোগীদের অধিকাংশ নিরক্ষর হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের চেয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যাবলী

(১) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের উপকারভোগীদের দক্ষ জনশক্তি ও স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা;
(২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশার উপর দক্ষতা সৃষ্টি করা;
(৩) বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
(৪) পুনর্বাসিতদের ক্ষমতায়ন;
(৫) সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি;
(৬) নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা প্রদান;
(৭) সঞ্চয়ের আগ্রহ সৃষ্টি ও মূলধন গঠনে সহায়তা প্রদান;

(৮) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;
(৯) শিশুদের প্রতিরোধযোগ্য মারাত্মক রোগব্যাধি, উহা প্রতিরোধের বিভিন্ন টিকা এবং অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;
(১০) বৃক্ষরোপনের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
(১১) প্রাপ্তবয়স্কদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা;
(১২) পুনর্বাসিতদের পরিবার কল্যাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি;
(১৩) সক্ষম দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ ও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ;
(১৪) পুনর্বাসিতদের সংগঠিতকরণ, সংগঠন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা;
(১৫) বায়োগ্যাস/বিকল্প জ্বালানি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
(১৬) সকল শিশুর (৬-১১ বছর) বিদ্যালয় গমন নিশ্চিতকরণ এবং বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ।

কৌশল/কার্যক্রম

(১) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারবর্গের প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে তালিকা প্রস্তুত করা হবে।
(২) প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স ও পূর্বের পেশাগত অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় প্রয়োজন ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রশিক্ষণের বিষয় চূড়ান্ত করা হবে।
(৩) প্রশিক্ষণ বিষয়ের ব্যাপ্তি ও গুরুত্বানুসারে প্রশিক্ষণের মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে। কোন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স ১০ দিনের কম হলে একাধিক কোর্সের মাধ্যমে প্রত্যেককে ১০ দিনের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে; তা সম্ভব না হলে উপকারভোগীর দৈনিকভাতা ৩৫০/- টাকা হিসাব করে সংশ্লিষ্ট খাতে চালানের মাধ্যমে ফেরৎ দিতে হবে।
(৪) ১০ দিনের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পরিচালনা করবেন।
(৫) প্রকল্পের উপকারভোগীদের কতিপয় সাধারণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পুরুষ ও মহিলাদের যৌথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
(৬) পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের ধরণের উপর নির্ভর করে ৩০-৫০ জনের গ্রুপ করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
(৭) প্রয়োজনে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকতা বিকল্প প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করবেন।

(৮) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ধরণ বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। কোন পরিবারের ১ জন সদস্য যে ট্রেডে প্রশিক্ষণ পাবে- অন্য সদস্যকে সে ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে না। এতে পেশার বৈচিত্র্যকরণ সম্ভব হবে।

(৯) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে যথাসম্ভব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

(১০) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিতদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও বিভিন্ন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সহায়তা প্রদান করা হবে।

(১১) উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

(১২) প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অফিসের কর্মকর্তাগণ বিধি মোতাবেক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

(১৩) পুনর্বাসিত পরিবারবর্গের অষ্টম শ্রেণি বা তদুর্ধ্ব পাস সদস্যদেরকে প্রদেয় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের বাইরেও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

বেইসলাইন সার্ভে

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পুনবার্সিতদের প্রশিক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণের পূর্বে প্রকল্প এলাকায় বেইসলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হবে। সার্ভে রিপোর্টে প্রতিফলিত তথ্যাদির ভিত্তিতে উপকারভোগীদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি/পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে পরামর্শক্রমে বেইসলাইন সার্ভে পরিচালনা করবেন। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এলাকা ও পুনর্বাসিত পরিবার এর তথ্যাদি দুই প্রস্থে সংগ্রহ করা হবে। এক প্রস্থে উপজেলা পর্যায়ে ব্যবহারের জন্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করা হবে এবং অপর প্রস্থ প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

দক্ষতা উন্নয়নের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়

বেইসলাইন সার্ভের উপর ভিত্তি করে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নারী ও পুরুষ সদস্যের যোগ্যতা, দক্ষতা, স্থানীয় চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদের জন্য পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন। উপজেলা টাস্কফোর্সের অনুমোদনক্রমে প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে। পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কিছু তাত্ত্বিক, কিছু

ব্যবহারিক বা হাতে কলমে শিক্ষা হতে পারে। এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হবে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তিকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তিনি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করে নিজের আয় বাড়াতে এবং জীবনমান উন্নয়নে সমর্থ হন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ট্রেনিং প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্বে থাকবেন। নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারেঃ

১. কুটির শিল্প;
২. মৎস্য চাষ;
৩. পাটি বুনন;
৪. ফটোগ্রাফী;
৫. বনায়ন;
৬. নার্সারী;
৭. হস্তশিল্প;
৮. মৃৎশিল্প;
৯. নাপিতের কাজ;
১০. গবাদিপশু পালন;
১১. ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ;
১২. এগ্রো-ম্যাকানিকস;
১৩. ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং;
১৪. বাঁশ ও বেতের কাজ;
১৫. মোটর সাইকেল মেরামত;
১৬. মৌমাছির চাষ;
১৭. চামড়ার কাজ;
১৮. শাড়ি ও পোশাকের নকসা;
১৯. কনফেকশনারি বিষয়ক;
২০. ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং;
২১. ধোপার কাজ;
২২. মৌসুমী ফলমূল ও শাক সবজির ব্যবসা;
২৩. সেলাই, পোশাক তৈরি ও দর্জির কাজ;
২৪. শাকসবজির বাগান, ফলের বাগান;
২৫. পারিবারিক পর্যায়ে হাঁসমুরগী পালন ও খামার স্থাপন;
২৬. নকশী কাঁথা;
২৭. রেশম/তুঁত চাষ;
২৮. গ্রামীণ স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরি;
২৯. গবাদি পশুর চামড়া বেচা-কেনা;
৩০. আচার/জ্যাম-জেলী প্রক্রিয়াকরণ;
৩১. কাঠ ও স্টীলের আসবাবপত্র তৈরি ও বিক্রয়;
৩২. রিক্‌শা, বাই-সাইকেল ও ভ্যান গাড়ি মেরামত।

উল্লেখিত পেশাসমূহ ছাড়াও স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যে কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক আরোপিত ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাশ সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার বিষয়টি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। যুব উন্নয়নের উপজেলাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

প্রশিক্ষণ বাজেট

স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের জন্য উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা বাজেট ও কর্মসূচি প্রস্তুত করে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা টাস্কফোর্স এর অনুমোদনক্রমে প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবর প্রেরণ করবেন। প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, বাজেট ও কর্মসূচি

অনুমোদনপূর্বক প্রয়োজনীয় অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা সভাপতি, উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স বরাবর ছাড়করণের ব্যবস্থা করবেন।

প্রশিক্ষণ ভাতা

জনপ্রতি প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ ব্যয় সর্বোচ্চ ৭৮০৯/- টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রশিক্ষণের বরাদ্দ প্রদান করা হবে। অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের দিনে কর্মহীন/আয়হীন থাকবেন বিধায় তাদের প্রত্যেককে প্রতি প্রশিক্ষণ দিনের জন্য ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা করে দৈনিক ভাতা প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষকদের প্রতি অধিবেশনের (দুই ঘন্টা) জন্য কমপক্ষে ১১৫০/- টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে।

গ্রুপভিত্তিক/একক/প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ গ্রুপভিত্তিক অথবা বিশেষ ধরণের পেশার ক্ষেত্রে এককভাবে প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়াও ঐ বিশেষ পেশায় দক্ষ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষণার্থীকে সংযুক্ত করে দেয়া যেতে পারে। যেমন নাপিত (ক্ষৌরকার্য), ওয়েল্ডিং, বৈদ্যুতিক মিস্ত্রীর কাজ, মোটরসাইকেল মেরামত, সাইকেল মেরামত ইত্যাদি। এ ধরণের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দৈনিক হারে প্রশিক্ষণ ভাতা (স্থানীয়ভাবে নির্ধারিত হবে) প্রাপ্ত হবেন। গ্রুপভিত্তিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে গ্রুপে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ০৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত করা যাবে।

প্রশিক্ষণ স্থান

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রামে অথবা উপজেলার যে কোন স্থানে অথবা যুব উন্নয়ন অফিসে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে প্রশিক্ষণের স্থান এমন জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয় যেখানে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিশেষ করে মহিলারা সহজেই উপস্থিত হতে পারে। প্রশিক্ষণ স্থানের জন্য কোন প্রকার ভাড়া প্রদান করা হবে না। উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ স্থানের ব্যবস্থা করবেন।

প্রশিক্ষক

কোন বিশেষ ট্রেডে দক্ষ ব্যক্তি প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে দক্ষতাকে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের উপযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণও প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারবেন এবং বিধি মোতাবেক প্রশিক্ষক ভাতা গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ ব্যয়ের হিসাব

প্রতিটি ট্রেনিং কোর্স সমাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ব্যয়ের হিসাব আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা টাস্কফোর্সের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এরূপ হিসাব প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা টাস্কফোর্স এর সভা আহ্বান করবেন। এ সভায় ব্যয় অনুমোদিত হলে এতদ্‌সংক্রান্ত কাগজ (সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত) ও সভার কার্যবিবরণী যথাশীঘ্র প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করবেন।

প্রশিক্ষণ শেষে ব্যয়ের ভাউচারের এক কপি নিরীক্ষার জন্য সহকারী পরিচালক/ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার অফিসে সংরক্ষণ করতে হবে। অন্য কপি বিল সমন্বয়ের জন্য উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে জমা দিতে হবে।

প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন

প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্তির পর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়ন করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিজেই এর তদারকি করবেন। প্রশিক্ষণ নিম্নমানের মনে হলে সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন। প্রশিক্ষণ শেষে ট্রেড উল্লেখপূর্বক সফল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এই সনদপত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিআরডিবি ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের বিভাগীয় নীতিমালা অনুসরণপূর্বক পুনর্বাসিতদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারবে। অন্যদিকে, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প থেকেও তাদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যাবে।

বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান

বেসরকারি সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব সম্পদে পুনর্বাসিতদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে। তবে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে "আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে"।

** কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক 'প্রশিক্ষণ নীতিমালা' অনুমোদিত।*

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পুনর্বাসিতদের ঋণ প্রদান নীতিমালা

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প। এ প্রকল্পের লক্ষ্য হচেছ বাংলাদেশের ৮০,০০০ (আশি হাজার) ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য জমি, বাসস্থান, প্রশিক্ষণ, ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রম, বিশুদ্ধ খাবার পানির সংস্থান, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বৃক্ষ রোপনের সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন। এ প্রকল্পের উপকারভোগীদের বিভিন্ন ট্রেডে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা করা হয়। প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে এ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

১. ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা

(১) প্রকল্পে পুনর্বাসিত উপকারভোগীরাই ঋণ গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হবেন;
(২) কমপক্ষে তিন মাস যাবৎ প্রকল্পে বসবাস করছে এমন সদস্য;
(৩) ঋণ গ্রহণকারীর (পুরুষ/মহিলা) বয়স আঠার বৎসর বা তদুর্ধ্ব হতে হবে;
(৪) ঋণ গ্রহণকারী এ প্রকল্পের আওতায় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হতে হবে;
(৫) সমবায় সমিতিভুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একই পরিবারের ২ জনের বেশি ঋণ পাবে না;
(৬) স্বাক্ষর জানতে হবে;
(৭) যাদের সন্তান সংখ্যা দুই এর অধিক নয়, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পাবেন।

২. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমুহে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উপকারভোগীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

(ক) মৎস্য চাষ;
(খ) গবাদি পশু পালন;
(গ) ক্ষুদ্র ব্যবসা;
(ঘ) হাঁস মুরগী পালন;
(ঙ) রিক্সা চালনা;
(চ) ভ্যান গাড়ি চালনা;
(ছ) ওয়েল্ডিং;
(জ) বৈদ্যুতিক কাজ;
(ঝ) নার্সারী;

(ঞ) ধান মাড়াইকরণ;
(ট) শাক-সবজি উৎপাদন;
(ঠ) সেলাই কাজ ও ডিজাইন;
(ড) বাঁশ ও বেতের কাজ/পাটি বুনন;
(ঢ) হস্তশিল্প/কুটিরশিল্প/মৃৎশিল্প/নক্সী কাঁথা সেলাই;
(ণ) নাপিত;
(ত) ধাত্রীবিদ্যা;
(থ) গ্রামীণ স্যানিটারী ল্যাট্রিন তৈরি;
(দ) অন্য কোন আয় সৃজনকারী কর্ম।

৩. ঋণের আবেদন ও ঋণ মঞ্জুর

(১) প্রকল্পের নির্ধারিত আবেদনপত্রে 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র নিকট ঋণের আবেদন করতে হবে। আবেদনে যাচিত ঋণের পরিমাণ, উদ্দেশ্য ও উৎপাদন পরিকল্পনা থাকবে।
(২) প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানোর জন্য এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে।
(৩) 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি' যাচিত ঋণের যৌক্তিকতা নিরূপণ করে আবেদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে ঋণ মঞ্জুরীর ব্যবস্থা করবে। যাচিত ঋণের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণকরণের এখতিয়ার 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র থাকবে।
(৪) প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণের আবেদন করতে হবে।
(৫) ঋণের আবেদন, ঋণ মঞ্জুর, ঋণের ব্যবহার ও ঋণ পরিশোধসহ এতদ্সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র (পরিশিষ্ট 'ছ') সভার এজেন্ডাভুক্ত হবে।

৪. ঋণের জামানত

(১) ঋণের আবেদনকারী পাঁচজনের একটি দল গঠন করে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণের আবেদন করবেন। ঋণ গ্রহণকারী সরকার থেকে প্রাপ্ত ঘরের বরাদ্দপত্র ঋণের জামানত হিসেবে বন্ধক রাখবেন।
(২) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/মেম্বার/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতার জামিনদার হবেন।
(৩) দলভুক্ত সদস্যদের প্রত্যেকের গৃহীত ঋণের জন্য ঋণ গ্রহণকারী এককভাবে এবং দল যৌথভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকবেন।

(৪) ঋণ মঞ্জুরীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ঋণের টাকা ব্যবহারের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র নিকট দাখিল করবেন।

(৫) কোন একজন সদস্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দলভুক্ত অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করবেন।

(৬) কোন দলের কমপক্ষে ৩ (তিন) জন সদস্য ঋণ পরিশোধ করলে তাদেরকে নতুন দল গঠনের মাধ্যমে পুনরায় ঋণ প্রদান করা যাবে।

৫. ঋণের ব্যবহার

যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ ঋণ ব্যবহার করা যাবে না। তবে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র অনুমোদনক্রমে তা পরিবর্তন করা যাবে। 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি' ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করবে।

৬. ঋণের পরিমাণ

(১) প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পর বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য সরকারি/আধা সরকারি বিভাগসমূহকে সম্পৃক্ত করা হবে।

(২) নির্বাচিত সরকারি/আধা সরকারি বিভাগের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে মূলধন সরবরাহ করার জন্য উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করা হবে যার পরিমাণ প্রতি ব্যক্তির জন্য সর্বনিম্ন ১০,০০০/- হতে সর্বোচ্চ ৩০,০০০/- টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে একই পরিবারভুক্ত একাধিক সদস্য থাকলে তাদের সকলের প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ ৩০,০০০/- টাকার বেশি হবে না।

৭. ঋণ পরিশোধ ও সমিতির মূলধন সৃষ্টি

(১) মঞ্জুরীকৃত ঋণ সহজ কিস্তিতে ৭% সার্ভিস চার্জসহ আদায় করা হবে। তবে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ঋণ মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত কিস্তি অনুযায়ী সীমাবদ্ধ থাকবে।

(২) ঋণ গ্রহণকারীকে ঋণ মঞ্জুরী, ঋণের কিস্তি পরিশোধ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে পাশ বুক সরবরাহ করা হবে।

(৩) আদায়কৃত ঋণ পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি ঘুর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

(৪) আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের ২.৫% সমিতির রিজার্ভ ফান্ডে, ২.৫% প্রকল্পের রির্জাভ ফান্ডে এবং ২% সমিতিতে ঋণ গ্রহণকারীর সঞ্চয় হিসাবে জমা

থাকবে। এ টাকার সমিতির অংশ সমিতির ব্যাংক হিসাবে এবং প্রকল্পের অংশ প্রকল্প পরিচালকের ব্যাংক হিসাবে জমা করতে হবে। সমিতির রির্জাভ ফান্ড হতে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের গৃহ, কমিউনিটি সেন্টার, টিউবওয়েল, বাথরুম/ল্যাট্রিন ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার মেটাতে হবে। প্রয়োজনে সমিতির সদস্যরা নিজস্ব উদ্যোগে তহবিল সৃষ্টি করে মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা এ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

(৫) ঋণের ব্যবহার ও আদায়ের জন্য উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করবেন। উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা তার অধীনস্ত যে কোন কর্মকর্তাকে এ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারবেন। ঋণ আদায় না হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার মাধ্যমে ঋণ আদায় না হওয়ার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখসহ ঋণ আদায়ের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটিতে পেশ করবেন।

(৬) প্রকল্পের এ ঋণের কোন চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসাব করা হবে না।

(৭) উপকারভোগীদের নিয়ে গঠিত সমবায় সমিতির মূলধন সৃষ্টির লক্ষ্যে সমিতির সদস্যদের সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

(৮) কোন ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং উক্ত ঋণ আদায়ের কোন উৎস না থাকলে উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটির বিবেচনামতে সমিতির রিজার্ভ ফান্ড থেকে উক্ত ঋণ সমন্বয় করা হবে।

৮. ব্যাংক হিসাব

ঋণ মঞ্জুরী, আদায়সহ সকল লেনদেন যে কোন বানিজ্যিক ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। নগদ লেনদেনের মাধ্যমে কোন কার্যক্রম পরিচালিত হবে না। প্রতিটি প্রকল্পের লেনদেন পৃথক হিসাব নম্বরে পরিচালিত হবে। উক্ত হিসাব উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা সমবায় অফিসারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৯. ঋণের টাকা অবমুক্তকরণ

ঋণের আবেদনসমূহ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করার পর, 'উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি'র সভায় বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় টাকা ছাড়করণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করবে। প্রকল্প পরিচালক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে টাকা ছাড়করণের ব্যবস্থা করবেন।

১০. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের মাধ্যমে ঋণ প্রদান

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বি আর ডি বি ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের বিভাগীয় নীতিমালা অনুসরণে পুনর্বাসিতদেরকে ঋণ প্রদান

করতে পারবে। বিকল্প হিসেবে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প থেকেও তাদের মাধ্যমে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যাবে। তবে একই সঙ্গে এক ব্যক্তিকে একাধিক উৎস থেকে ঋণ প্রদান করা যাবে না।

১১. বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ঋণ প্রদান

বেসরকারি সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব সম্পদে পুনর্বাসিতদেরকে ঋণ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে। তবে এ ঋণ কর্মসূচি সম্পর্কে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিতে হবে।

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন প্রকার জটিলতা বা অস্পষ্টতা দেখা দিলে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

** কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক 'ঋণ প্রদান নীতিমালা' অনুমোদিত।*

প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ

প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে দিক-নির্দেশনা, পরামর্শ প্রদান, তদারকি, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের পরিষদ/কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি/পরিষদের গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিভিন্ন সরকারি বিভাগ/সংস্থা, জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন। এ সমস্ত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবেন। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে এই কমিটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাজেট বরাদ্দ অনুমোদন করবেন। মাঠ পর্যায়ের কাজসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এই কমিটি তাদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন। প্রকল্প এবং অন্যান্য সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে (কমিটির রূপরেখা পরিশিষ্ট 'ক')।

সেন্ট্রাল স্টিয়ারিং কমিটি

কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের তদারকি, সার্বিক দিক নির্দেশনা এবং নীতিমালা প্রণয়নের কাজ করবেন। কমিটি বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন করবেন এবং কার্যাদি সম্পাদনের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করবেন। এ কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সদস্য কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন এবং বছরে কমপক্ষে দু'বার সভায় মিলিত হবেন। এ কমিটি প্রকল্পের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, অগ্রগতি পর্যালোচনা, পুনঃলক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, অন্যান্য বিশেষ কার্যাদি এবং উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ কমিটির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগের আওতাধীন কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ এবং সে জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর সংশ্লিষ্ট সচিব, অন্যান্য কর্মকর্তা ও বিভাগীয় কমিশনারদের সহিত সভায় মিলিত হবেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের অনুপস্থিতিতে সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এ কমিটির বিকল্প আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বাজেট এবং কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে প্রকল্প অফিস এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকরী সমন্বয়ের জন্য এ কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন (কমিটির রূপরেখা পরিশিষ্ট 'খ')।

বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) কে আহবায়ক করে "প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি" গঠিত হবে। এ কমিটি প্রকল্প কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কমিটির সুপারিশ 'সেন্ট্রাল স্টিয়ারিং কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করা হবে (কমিটির রূপরেখা পরিশিষ্ট 'গ')।

কারিগরি কমিটি

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন কারিগরি কমিটি প্রয়োজনে সুবিধাজনক সময়ে সভা আহবান করবে এবং সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রকল্পের কাজের স্বার্থে কমিটি যে কোন কর্মকর্তাকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন (কমিটির রূপরেখা পরিশিষ্ট 'ঘ')।

জেলা টাস্কফোর্স

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য জেলা পর্যায়ে "আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প জেলা টাস্কফোর্স" গঠিত হবে। এই টাস্কফোর্স মাঠ পর্যায়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দূর করবেন। জেলা টাস্কফোর্স প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করবে এবং এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজে যুক্ত বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। "আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প জেলা টাস্কফোর্স" মাসে ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠান করবেন (কমিটির রূপরেখা পরিশিষ্ট 'ঙ')।

উপজেলা টাস্কফোর্স

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের কার্যাবলী সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য উপজেলা পর্যায়ে "আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা টাস্কফোস" গঠিত হবে। এই টাস্কফোর্স উপজেলা পর্যায়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তা দূর করবে। উপজেলা টাস্কফোর্স এই প্রকল্প বাস্তবায়নে যুক্ত বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে। উপজেলা টাস্কফোর্স খাস জমি উদ্ধার, দানকৃত/ক্রয়কৃত জমি এবং রিজিউমকৃত জমি চিহ্নিত করে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রাম প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যথাযথভাবে স্থান নির্বাচন ও প্রস্তাব প্রেরণ করবে, অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বাছাই করে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করবে, নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণকে আশ্রয়ণ-২ গ্রামে পুনর্বাসন করবে। এছাড়াও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত দায়িত্বাবলী পালন করবেন। "আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা টাস্কফোর্স" মাসে ন্যূনতম একটি সভা অনুষ্ঠান করবেন (কমিটির রূপরেখা পরিশিষ্ট 'চ')।

ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি

ঋণের আবেদন, ঋণ মঞ্জুর, ঋণের ব্যবহার ও ঋণ পরিশোধসহ সকল কর্মকাণ্ড উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে (কমিটির রূপরেখা পরিশিষ্ট 'ছ')।

পরিশিষ্ট 'ক'

কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ

১.	মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	মন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১৩.	প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট 'খ'

সেন্ট্রাল স্টিয়ারিং কমিটি

১.	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	আহবায়ক
২.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৩.	সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য

৮.	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	সদস্য
১৮.	প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
১৯.	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
২০.	প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
২১.	বিভাগীয় কমিশনার (সকল)	সদস্য
২২.	চেয়ারম্যান, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	সদস্য
২৩.	মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর	সদস্য
২৪.	রেজিস্ট্রার, সমবায় অধিদপ্তর	সদস্য
২৫.	মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
২৬.	মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	সদস্য
২৭.	প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
২৮.	প্রধান (কর্মসূচি), পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
২৯.	মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩০.	প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট 'গ'

বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি

১.	মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	আহবায়ক
২.	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়)	সদস্য

৩. ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
৪. জননিরাপত্তা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
৫. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি
(উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
৬. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
৭. স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
৮. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
৯. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
১০. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
১১. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি
(উপ-সচিব/উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
১২. সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ এর প্রতিনিধি সদস্য
১৩. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি
(অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদের নিম্নে নয়) সদস্য
১৪. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি
(অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদের নিম্নে নয়) সদস্য
১৫. মহাপরিচালক এর প্রতিনিধি, সমাজসেবা অধিদপ্তর
(পরিচালক পদের নিম্নে নয়) সদস্য
১৬. মহাপরিচালক এর প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
(পরিচালক পদের নিম্নে নয়) সদস্য
১৭. রেজিস্ট্রার এর প্রতিনিধি, সমবায় অধিদপ্তর
(অতিঃ রেজিষ্টার পদের নিম্নে নয়) সদস্য
১৮. মহাপরিচালক এর প্রতিনিধি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
(পরিচালক পদের নিম্নে নয়) সদস্য
১৯. মহাপরিচালক এর প্রতিনিধি, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা
(পরিচালক পদের নিম্নে নয়) সদস্য
২০. প্রতিনিধি, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
পরিকল্পনা কমিশন (উপ-প্রধান পদের নিম্নে নয়) সদস্য
২১. চেয়ারম্যান, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর প্রতিনিধি

	(সদস্য পদের নিম্নে নয়)	সদস্য
২২.	প্রতিনিধি, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (পরিচালক পদের নিম্নে নয়)	সদস্য
২৩.	বিভাগীয় কমিশনার এর প্রতিনিধি	সদস্য
২৪.	প্রকল্প পরিচালক/উপ-প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট 'ঘ'

কারিগরি কমিটি

১.	প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	আহবায়ক
২.	পরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৩.	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৫.	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	উপ-প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৭.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	সমবায় অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০.	সমাজসেবা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৩.	গণপূর্ত অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৪.	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৫.	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৬.	প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
১৭.	প্রকল্প প্রকৌশলী, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট 'ঙ'

জেলা টাস্কফোর্স

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	সদস্য
৩.	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য

৬.	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি	সদস্য
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১০.	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
১১.	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
১২.	জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	সদস্য
১৩.	জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি	সদস্য
১৪.	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
১৫.	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
১৬.	জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
১৭.	উপ পরিচালক, বিআরডিবি	সদস্য
১৮.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১৯.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
২০.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য
২১.	উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
২২.	উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
২৩.	জেলা নিবন্ধক	সদস্য
২৪.	সমাজকর্মী (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ০৩ জন)	সদস্য
২৫.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট 'চ'

উপজেলা টাস্কফোর্স

১.	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য/সরকার কর্তৃক মনোনীত মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২.	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	উপদেষ্টা
৩.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
৪.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য
৫.	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
৬.	উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৭.	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৮.	সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
১০.	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য
১১.	উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য

১২.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য
১৩.	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
১৪.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৫.	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৬.	অফিসার ইন-চার্জ (ওসি), সংশ্লিষ্ট থানা	সদস্য
১৭.	উপজেলা সাব রেজিষ্ট্রার	সদস্য
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য
১৯.	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
২০.	সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য
২১.	সমাজকর্মী (পুরুষ) {মনোনীত ০১ জন}	সদস্য
২২.	সমাজকর্মী (মহিলা) {মনোনীত ০১ জন}	সদস্য
২৩.	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য সচিব

পরিশিষ্ট 'ছ'

ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	সদস্য
(৩)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
(৯)	উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(১০)	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
(১১)	স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
(১২)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
পুনর্বাসিত পরিবার জরিপ ছক
(একীভূত তথ্যাবলী)

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আইডি নম্বর: ..... জরিপের তারিখ: .....

[একটি প্রকল্পের জন্য একটি ফরম পূরণ করতে হবে]

১. ব্যারাক হাউজের তথ্যাবলী

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের নাম			
গ্রাম		ব্যারাক হাউজের সংখ্যা	
মৌজা		পরিবার পুনর্বাসনের তারিখ	
ইউনিয়ন		পুনর্বাসিত পরিবার (সংখ্যা)	
উপজেলা		বর্তমানে অবস্থানরত পরিবার (সংখ্যা)	
জেলা		খালি ইউনিটের সংখ্যা	
উপজেলা সদর থেকে দূরত্ব	কিঃমিঃ	নিকটতম বাজারের দূরত্ব	

২. জমি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

পরিবার পিছু বসতভিটার পরিমাণ	
বর্তমান পুকুরের সংখ্যা	
পুকুরের/জলাশয়ের পরিমাণ	
পুকুরের পাড়ের পরিমাণ	
বিদ্যালয়ের জন্য জমি	
অন্যান্য	

পরিবার পিছু কৃষি জমি	
কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা	
কবরস্থানের জন্য জমি	
মসজিদের জন্য জমি	
খেলার মাঠের জন্য জমি	
মোট জমির পরিমাণ	বসতবাটী
	কৃষি
	অন্যান্য
	মোট=

৩. মালিকানা দলিল সংক্রান্ত তথ্যাবলী

নামজারীসহ দলিল হস্তান্তর (সংখ্যা)		সম্পন্ন হয়েছে	টি
রেজিষ্ট্রিকৃত		রেজিষ্ট্রি হয়নি	টি

৪. (ক) স্কুল কলেজে শিক্ষার অবস্থা

	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়	উচ্চ বিদ্যালয়ে যায়	মহাবিদ্যালয়ে যায়	কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায় না (বয়স ৬ +)
বালক				
বালিকা				

(খ) বয়স্ক শিক্ষার অবস্থা

	স্বাক্ষর করতে পারে	স্বাক্ষর করতে পারে না	লিখতে, পড়তে হিসাব করতে পারে	লিখতে, পড়তে ও হিসাব করতে পারে না
পুরুষ				
মহিলা				

৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

সক্ষম দম্পতির সংখ্যা		স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারী দম্পতি	
অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণকারী দম্পতি		কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেনি এমন দম্পতি	

৬. আয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক আয়		পরিবারের সর্বনিম্ন মাসিক আয়	
গড় মাসিক আয়			

৭. প্রকল্পে বসবাসকারী

	আয় করে	আংশিক আয় করে	কোন আয় করে না
পুরুষ	জন	জন	জন
মহিলা	জন	জন	জন
মোট	জন	জন	জন

৮. সমবায় ও বৃক্ষরোপণ

সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে ?	হ্যাঁ	না
সমবায় সমিতি রেজিষ্ট্রিকৃত ?	হ্যাঁ	না
বৃক্ষরোপণ হয়েছে ?	হয়েছে	হয়নি

৯. মোট জনসংখ্যা

পুরুষ		মহিলা		ছেলে		মেয়ে	

১০. আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এলাকার সমস্যা সম্পর্কে মন্তব্য ও সুপারিশ

- -

- -

- -

- -

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ: ....

নাম : ....

পদবী : ....

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
পুনর্বাসিত পরিবার জরিপ ছক
(পরিবারভিত্তিক তথ্যাবলী)

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আইডি নম্বর: ..... জরিপের তারিখ: .....
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের নাম: ..... ইউনিয়ন: .....
উপজেলা: ..... জেলা: .....

০১. পরিবারের সদস্য সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	পরিবারের সদস্যদের নাম	পরিবার প্রধানের সাথে সম্পর্ক	বয়স	লিঙ্গ	স্বাক্ষরতার পর্যায় (শ্রেণি)	বৈবাহিক অবস্থা	প্রধান পেশা	বছরে কতদিন কাজ থাকে?	
								কাজ (দিন)	বেকার (দিন)
১.									
২.									
৩.									
৪.									
৫.									

০২. পরিবারের বার্ষিক আয় এবং ব্যয়

আয়			ব্যয়		
ক্রমিক নং	উৎস	প্রকৃত আয় (টাকা/বৎসর)	ক্র নং	আইটেম	পরিমাণ (টাকা/বৎসর)
ক.	চাকুরীর বেতন		ক.	খাবার	
খ.	কৃষি / দিন মজুরী		খ.	চিকিৎসা	
গ.	গৃহকর্মীর কাজ		গ.	ঘর মেরামত	
ঘ.	ক্ষুদ্র ব্যবসা		ঘ.	কাপড়	
ঙ.	মাছধরা		ঙ.	ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া	
চ.	গরু পালন		চ.	বিনোদন	
ছ.	দুধ বিক্রয়		ছ.	সামাজিক অনুষ্ঠান	
জ.	মুরগী/হাঁস পালন		জ.	যাতায়াত	
ঝ.	কাঠ সংগ্রহ		ঝ.	পরিবার পরিকল্পনা	
ঞ.	ডিম		ঞ.	কৃষি	
ট.	শাক সবজি		ট.	পশুপালন	
ঠ.	হস্তশিল্প		ঠ.	মৎস্য চাষ	
ড.	রিক্সা/ভ্যান		ড.	আসবাবপত্র	
ঢ.	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করুন)		ঢ.	হাড়ি পাতিল	
ণ.			ণ.	পান সুপারি	
ত.			ত.	বিড়ি সিগারেট	
থ.			থ.	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)	
দ.			দ.		
ধ.			ধ.		
মোট আয়			মোট ব্যয়		

০৩. পরিবারের সম্পদ এবং দায়-দায়িত্ব

সম্পদ			দায় দেনা		
ক্র নং	আইটেম	মূল্য (টাকা)	ক্র নং	কার কাছে	পরিমাণ (টাকা)
১.	গবাদি পশু		১.	এনজিও থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ	
২.	হাঁস মুরগী		২.	ব্যাংক থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ	
৩.	উৎপাদিত কৃষিপণ্য		৩.	কোন ব্যক্তি থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ	
৪.	আসবাবপত্র (টেবিল, চেয়ার, খাট, হাড়ি-পাতিল ইত্যাদি		৪.	দোকান অথবা কোন প্রতিষ্ঠানে বকেয়া	
৫.	ব্যবসায়ের নিমিত্তে ক্রয়কৃত জিনিষ		৫.	অন্যান্য দেনা	
৬.	লগ্নীকৃত মূলধন		৬.		
৭.	বন্ধকী নেয়া জমি		৭.		
৮.	রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি		৮.		
৯.	অন্যান্য সম্পদ		৯.		
মোট সম্পদ			মোট দায়-দেনা		

৪. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের অবস্থা

ক) সক্ষম দম্পতি হ্যাঁ/না

খ) সক্ষম দম্পতি হলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেন কিনা?
(ডান পাশে টিক চিহ্ন দিন)

স্থায়ী পদ্ধতি
অস্থায়ী পদ্ধতি
কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে না

০৫. পরিবারের ভবিষ্যত পরিকল্পনা (আয়বর্ধক কার্যক্রম) ও অন্যান্য

গরু কেনা: ....
মৎস্য চাষ: ....
ছেলে মেয়ের বিবাহ: ....
ছেলে মেয়েকে স্কুলে পাঠানো: ....
ছেলে মেয়ের পরীক্ষা: ....
নতুন কোন ব্যবসা চালু: ....
ফসল উৎপাদন: ....
রিক্সা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি ক্রয়: ....
চাষের জমি ক্রয়: ....
চাষের জমি বন্ধক: ....

০৬. বিবিধ ঃ

(ক) আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পে পুনর্বাসনের পূর্বে বসবাসের ঠিকানা: .....
(খ) উক্ত এলাকার দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম: .....
(গ) পূর্বে জমি ছিল কিনা?: .....
(ঘ) জমি থাকলে তার বর্তমান অবস্থা : .....
(ঙ) জরিপকারীর মন্তব্য: .....

জরিপকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ ঃ

নাম: ..... পদবী: ..... তারিখ: .....

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ বাজেট ছক
(পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ)

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আইডি নম্বর: .....
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের নাম: ..... গ্রাম: ..... উপজেলা: .....
জেলা: ..... ব্যারাকের সংখ্যা: ..... পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা: .....
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা পুরুষ: ..... মহিলা: ..... = মোট: .....
.....
প্রশিক্ষণের ধরণ ঃ পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)

১। প্রশিক্ষণার্থীর দৈনিক ভাতা: প্রতিজন প্রত্যহ ..... টাকা: .....দিন: ..... জন
= মোট ..... টাকা
২। প্রশিক্ষক সম্মানী: .....
(উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা)
৩। প্রশিক্ষক সম্মানী: .....
(বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক)
৪। দুপুরের খাবার: .....
৫। চা (দুই বেলা): .....
৬। কলম খাতা: .....
৭। শব্দ যন্ত্র: .....
৯। সহায়ক স্টাফ: .....
১০। ব্যানার: .....
১১। অন্যান্য: .....
সর্বমোট: = ... টাকা

স্বাক্ষর ও সীল
সহকারী পরিচালক/উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা

উপরিউক্ত বাজেট ..... (অংকে ও কথায়) .....
.....

তারিখে অনুষ্ঠিত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন উপজেলা টাস্কফোর্স এর সভায় অনুমোদিত হয়েছে।

স্বাক্ষর ও সীল
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোন প্রকার জটিলতা বা অস্পষ্টতা দেখা দিলে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

সহকারী পরিচালক আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	উপ-প্রকল্প পরিচালক আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	প্রকল্প পরিচালক আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাবনা ছক

পরিশিষ্ট 'জ'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প
তেজগাঁও, ঢাকা।

১. প্রকল্পের নাম: .....

২. প্রস্তাবিত ভূমির প্রকার: নিষ্কণ্টক খাস জমি ☐ দানকৃত জমি ☐ রিজিউমকৃত জমি ☐ ক্রয়কৃত জমি ☐

৩. প্রকল্পের অবস্থান:

ক) গ্রাম : ..... খ) পৌরসভা/ইউনিয়ন : .....
গ) উপজেলা : ..... ঘ) জেলা : .....

৪. প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য:

ক) মোট জমি : ..... একর খ) দাগ নং (সকল) : .....
গ) খতিয়ান নং : ..... ঘ) জেএল নং (সকল) : .....
ঙ) মৌজা : .....

৫. প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থানের চৌহদ্দি:

পূর্বে : .....
পশ্চিমে : .....
উত্তরে : .....
দক্ষিণে : .....

৬. প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থা:

ক) আয়তন ..... একর (বিদ্যমান পুকুর ছাড়া) খ) পুকুর থাকলে পাড়সহ মোট আয়তন ..... একর
গ) পাড় বাদে পুকুরের মোট আয়তন ..... একর ঘ) দেওয়ানী মামলা আছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
ঙ) একসনা বন্দোবস্ত দেয়া আছে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐ চ) অবৈধ পরিবার বাস করে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐
ছ) অবৈধ পরিবার (যদি থাকে) .....টি পরিবার জ) প্রকল্প এলাকার পানি আর্সেনিক মুক্ত কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

৭. প্রস্তাবিত ভূমির বন্টন:

ক) ব্যারাক হাউজের জন্য (ল্যাট্রিন, টিউবওয়েলসহ) ..... একর
খ) কমিউনিটি সেন্টারের জন্য ..... একর
গ) পুকুরের জন্য (প্রয়োজনে) ..... একর
ঘ) অন্যান্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাঠ ও কৃষি জমি) ..... একর
মোট = ... একর

** প্রস্তাবিত প্রকল্পটি চরাঞ্চলে হলে পরিবার ১ বিঘা কৃষি জমি বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা যেতে পারে।*

৮. প্রস্তাবিত ভূমি সর্বোচ্চ বন্যা সীমার উপরে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

৯. নিম্নে বর্ণিত স্থান/অবস্থান থেকে প্রস্তাবিত প্রকল্পস্থানের দূরত্ব

ক) উপজেলা সদর হতে ..... কিঃমিঃ খ) নিকটতম কাঁচা রাস্তা হতে ..... কিঃমিঃ
গ) নিকটতম পাকা রাস্তা হতে ..... কিঃমিঃ ঘ) নিকটতম বাজার/বন্দর হতে ..... কিঃমিঃ
ঙ) নিকটতম নদীর পাড় হতে ..... কিঃমিঃ চ) নিকটতম প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ..... কিঃমিঃ
ছ) নিকটতম বিদ্যুৎ স্থাপনা হতে ..... কিঃমিঃ

১০. উপজেলা সদর হতে যাতায়াত ব্যবস্থা:
ক) বাসে/জীপে ..... কিঃমিঃ খ) ইঞ্জিনবোটে ..... কিঃমিঃ গ) রিক্সা/ভ্যানে ..... কিঃমিঃ
ঘ) পদব্রজে ..... কিঃমিঃ

১১. সম্ভাব্য ব্যারাকের সংখ্যা ক) ..... টি (৫ ইউনিট বিশিষ্ট পাকা ব্যারাক = ৪৮ ফুট X ৩০ ফুট)
খ) ..... টি (৫ ইউনিট বিশিষ্ট সেমি পাকা ব্যারাক = ৫০ ফুট X ৩০ ফুট)
গ) ..... টি (৫ ইউনিট বিশিষ্ট সিআই সিট ব্যারাক = ৪৫ ফুট X ২৯ ফুট)

১২. প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপকারভোগী (ভূমিহীন ও গৃহহীন) পরিবার পাওয়া যাবে কি না? হ্যাঁ ☐ না ☐

১৩. ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসিত হলে তাদের কর্মসংস্থান কীভাবে হবে? .....
.....
.....

১৪. মাটির কাজের জন্য খাদ্যশস্যের (চাল/গম) চাহিদা প্রয়োজন হলে)**ঃ

ক) মাটি ভরাটের জন্য	..... মেট্রিক টন
খ) সংযোগ রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের জন্য	..... মেট্রিক টন
গ) অন্যান্য	..... মেট্রিক টন
মোট	..... মেট্রিক টন

*** এতদসঙ্গে নির্ধারিত ছকে মাটির কাজের প্রকল্প প্রস্তুতপূর্বক সংযুক্ত করতে হবে।*

১৫. ভূমি জরিপ গ্রহণকারীর স্বাক্ষর: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার স্বাক্ষর:
নাম: নাম:
পদবী: সীল:

১৬. প্রস্তাবিত স্থানটি নদী ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় অথবা বাঁধের/বেড়ী বাঁধের বাইরে অবস্থিত হলে আশ্রয়ণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা যাবে কি না সে বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে:

১৭. পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক ঘোষণা করছি যে, প্রকল্প স্থানটি বাস্তবায়নের উপযোগী (Feasible)
সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর স্বাক্ষর: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর:
নাম: নাম:
সীল: সীল:

১৮. উপজেলা টাস্কফোর্সের সুপারিশ (সভার সিদ্ধান্ত সংযুক্ত করতে হবে):

১৯. সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধির স্বাক্ষর:
নাম:
সীল:

২০. অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল
জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষর:
সীল:

যার জমি আছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ এর প্রস্তাবনা ছক

১	উপকারভোগীর নাম	
২	পিতা	
৩	মাতা	
৪	স্বামীর নাম	
৫	উপকারভোগীর পেশা ও মাসিক আয়	
৬	জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডি নম্বর	
৭	বয়স	
৮	মালিকানার পক্ষে প্রমাণ (দলিল/খতিয়ান/পর্চা)	
৯	গ্রাম	
১০	ইউনিয়ন	
১১	থানা/উপজেলা	
১২	প্রস্তাবিত ভূমির তথ্য	মোট জমি..... দাগ নং..... মৌজা..... জেএল নং..... ইউনিয়ন ..... থানা .....
	প্রস্তাবিত জমির চৌহদ্দি	পূর্বে..... পশ্চিমে..... উত্তরে..... দক্ষিণে.....
	প্রস্তাবিত স্থান হতে স্থানীয় বাজারের দূরত্ব	পাকা সড়ক..... কি.মি. ও কাঁচা সড়ক..... কি.মি.

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর স্বাক্ষর ও মালিকানা সম্পর্কে প্রত্যয়ন–

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর প্রস্তাব–

জেলা প্রশাসক এর সুপারিশ–

বিঃ দ্রঃ জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার আইডি কার্ড সংযুক্ত করতে হবে।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণের আবেদনপত্র

(দুই কপি দাখিল করতে হবে)

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি
উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি

উপজেলা ---------- জেলা ----------

মহোদয়,

আমি/আমরা প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম নীতিমালা এবং ঋণ গ্রহণ চুক্তির শর্তাদি সম্পূর্ণ অবগত হয়ে এবং মেনে চলার অংগীকার করে প্রকল্প হতে ঋণ প্রাপ্তির আবেদন করছি। আমি/আমরা প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি এবং ঋণ গ্রহণের জন্য দল গঠন করেছি। নিম্নে আমার/আমাদের বিস্তারিত তথ্যাদি পরিবেশন করা হ'ল।

০১

দলের সদস্যদের নাম	পিতার নাম	বয়স	পেশা	সমিতির নাম ও ঠিকানা
(ক)				
(খ)				
(গ)				
(ঘ)				
(ঙ)				

০২. ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ----------

০৩. প্রার্থীত ঋণের পরিমাণ ----------

০৪. পরিশোধের পদ্ধতি ---------- এককালীন/মাসিক/সাপ্তাহিক।

০৫. ঘোষণা/অংগীকারনামা: আমি/আমরা এই মর্মে ঘোষণা/অংগীকার করছি যে, অন্য কোন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট আমার/আমাদের কোন দেনা নেই এবং উপরিউক্ত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

০৬. আমি/আমরা আরও অংগীকার করছি যে, প্রার্থীত ঋণ মঞ্জুর করা হলে আরোপিত শর্তাবলী যথাযথভাবে মেনে চলব এবং যথাসময়ে ঋণের টাকা/কিস্তি সার্ভিস চার্জ (৭%) সহ পরিশোধ করব। অন্যথায় আমার/আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

আবেদনকারী/আবেদনকারীদের নাম ও স্বাক্ষর

	নাম	স্বাক্ষর
১)		
২)		
৩)		
৪)		
৫)		

০৭। আবেদনকারী/আবেদনকারীগণ আমাদের সমিতির সদস্য। তিনি/তারা সমিতির নিয়মকানুন মেনে চলেন। তার/তাদের প্রার্থীত ঋণ মঞ্জুর করা হলে সমিতি কর্তৃপক্ষের পক্ষে ঋণ পরিশোধে সহায়তা দানের অংগীকার করা হল।

(স্বাক্ষর)
সম্পাদকের নাম:
সমবায় সমিতির নাম:
মোবাইল:

(স্বাক্ষর)
সভাপতির নাম:
সমবায় সমিতির নাম:
মোবাইল:

০৮। ঋণের আবেদনকারী ও সমিতির সম্পাদক এবং সভাপতি আমার সম্মুখে আবেদনপত্র স্বাক্ষর করেছেন।

(স্বাক্ষর)
উপজেলা সমবায় অফিসারের নাম:
উপজেলার নাম:

০৯। বর্ণিত ব্যক্তি/দলের অনুকূলে----------টাকা (কথায়: ----------) ঋণ মঞ্জুর করা হল। ৭% সার্ভিস চার্জসহ সাপ্তাহিক/মাসিক-------- কিস্তিতে, প্রতি কিস্তিতে প্রত্যেকে---------- টাকা করে----------সংখ্যক কিস্তিতে/এককালীন মোট---------- টাকা পরিশোধযোগ্য।

প্রথম কিস্তির পরিশোধ আগামী ---------- খ্রিঃ তারিখ হতে আরম্ভ হবে। এককালীন/কিস্তিতে সর্বমোট ---------- টাকা ---------- তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

(স্বাক্ষর)
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নাম:
সভাপতি
উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি
উপজেলা:
মোবাইল:

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ চুক্তিপত্র

আমি/আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পালনের অংগীকার করে 'আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প' থেকে ---------- টাকা ঋণ গ্রহণের চুক্তিতে আবদ্ধ হলাম।

০২। শর্তাদি

(১) উপরে বর্ণিত ঋণ ৭% সার্ভিস চার্জসহ নির্ধারিত কিস্তিতে প্রতি কিস্তি ---------- টাকা হারে সমান ---------- কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। আগামী---------- খ্রিঃ মাস হতে কিস্তি পরিশোধ আরম্ভ হবে এবং ---------- খ্রিঃ মাসে শেষ হবে।

(২) দলগতভাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য দলের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের জন্য একক এবং দলগতভাবে সবাই দায়বদ্ধ থাকবে।

(৩) যে উদ্দেশ্যে প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) ঋণ গ্রহণের ১৫ দিনের মধ্যে যে উদ্দেশ্যে ঋণ ব্যবহৃত হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ উপজেলা সমবায় অফিসারের মাধ্যমে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা টাস্কফোর্স এর নিকট দাখিল করতে হবে।

(৫) এই চুক্তির কোন শর্ত লংঘন করা হলে ঋণ বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

০৩। অদ্য ---------- খ্রিঃ সালের ---------- তারিখ রোজ ---------- এই চুক্তি সম্পাদন করা হল।

ঋণ প্রদানকারীর নাম, পদবী ও স্বাক্ষর		ঋণ গ্রহীতাদের নাম ও স্বাক্ষর
প্রকল্প পরিচালকের এর পক্ষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি		১। ২। ৩।
উপজেলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ঋণ প্রদান ও আদায় কমিটি, ---------- উপজেলা।	উপজেলা সমবায় অফিসার	৪। ৫।

০৪। স্বাক্ষীর নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

	নাম	ঠিকানা	স্বাক্ষর
১)			
২)			
৩)			

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ প্রদান ও পরিশোধ সিডিউল

ঋণ বিতরণ ও আদায়ে নিম্নলিখিত সিডিউল অনুসরণ করতে হবে

ঋণ প্রদানের ক্ষেত্র	ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ (প্রতি জন)	পরিশোধ আরম্ভের সময়	কিস্তির ধরন	কিস্তি সংখ্যা	ঋণ পরিশোধের মেয়াদ
মৎস্য চাষ	২০০০০/=	৬ মাস পর থেকে	মাসিক কিস্তি	৬টি	৬ মাস
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৫০০০/=	৪ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৮টি	১ বছর
হস্ত শিল্প/কুটির শিল্প/মৃৎ শিল্প/নকশী কাঁথা সেলাই	১৫০০০/=	৪ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৮টি	”
সেলাই কাজ ও ডিজাইন	১০০০০/=	৪ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৮টি	”
হাঁস-মুরগী পালন	৫০০০/=	১৩ সপ্তাহ পর থেকে	মাসিক কিস্তি	৩৯টি	”
রিক্সা	১৫০০০/=	১ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৫২টি	”
ভ্যান গাড়ি	১৫০০০/=	১ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৫২টি	”
গবাদি পশু পালন	২০০০০/=	৬ মাস পর থেকে	মাসিক কিস্তি	৬টি	”
ওয়েল্ডিং	১৫০০০/=	৪ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৮টি	”
বৈদ্যুতিক কাজ	১৫০০০/=	৪ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৮টি	”
নার্সারী	১৫০০০/=	৮ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৪টি	”
ধান মাড়াইকরণ	১৫০০০/=	৪ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৮টি	”
শাক-সবজি উৎপাদন	১০০০০/=	৮ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৪টি	১ বছর
বাঁশ ও বেতের কাজ/পাটি বুনন	১০০০০/=	৪ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৮টি	”
নাপিত	৮০০০/=	২ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৫০টি	”
ধাত্রীবিদ্যা	৫০০০/=	৪ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৮টি	”
গ্রামীন সেনেটারী ল্যাট্রিন তৈরী	২০০০০/=	৪ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক কিস্তি	৪৮টি	”
অন্যান্য কোন আয় সৃজনকারী কর্ম	১০০০০/= থেকে ১৫০০০/= এর মধ্যে	৪/৬ সপ্তাহ পর থেকে	সাপ্তাহিক অথবা কিস্তি	৪৮/৪৬টি	৬ মাস থেকে ১ বছর
উপরিউক্ত ট্রেডগুলো ছাড়াও ঋণ বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি যুব উন্নয়ন বা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক অন্য কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন যার মাধ্যমে তার আয় বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা রয়েছে সেক্ষেত্রে ঋণ বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ ঋণের সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে থেকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।					

পাকা ব্যারাক

সেমি পাকা ব্যারাক

সিআই সিট ব্যারাক